দৈনিক সংবাদ ৪৩

তারিখ 08 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২৩শে পৌষ, ১৩৯৩

স্কুলে ছাত্র ভর্তি সমস্যার মূলে

ঢাকায় সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। প্রতিবছর শিক্ষাবর্ষ শুরুতে অভিভাবকদের ছাত্র ভর্তি নিয়ে উদ্বেগ এবং পরীক্ষা গ্রহণকালে বিভিন্ন স্কুলের সামনে উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের ভিড় চোখে পড়ে। পত্রিকায় এসব পরীক্ষা নেওয়ার খবর সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ পায়। তাতে এই ভর্তি সমস্যার সংকট ও গভীরতা ধরা পড়ে না। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অথবা মেডিক্যাল কলেজে সীমিত আসনে পাঁচ থেকে দশগুণ ছাত্রের ভর্তি সমস্যার মত এটা তাই চোখে পড়ে না।

ঢাকা শহরে সরকারী বেসরকারী মিলে স্কুল সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় অপ্রতুল বলা চলে না। তবু এখানে ভর্তির সমস্যা কেন এত প্রকট? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। অনেক বেসরকারী স্কুলে শিক্ষাদানে অব্যবস্থা, অনিয়ম এবং শিক্ষার মান অভিভাবকদের নিকট সন্তোষজনক নয়। তাই তাদের বিবেচনায় ভাল স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করার জন্য অভিভাবকগণ চেষ্টা করেন।

মধ্যবর্তী স্তরে ভাল স্কুলে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা খুবই দুরূহ। বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রী নিয়মিত প্রমোশন পেয়ে ক্লাসে ওঠার পর কোথাও ৪টি কোথাও ৫টি ছাত্রকে নেওয়া সম্ভব। নীচের শ্রেণীতে এই সংখ্যা কখনও ১০ থেকে বড় জোর ১৫ পর্যন্ত হয়। কিন্তু এই চার পাঁচটি আসনে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় একশ' থেকে দেড়শ' জন। এদের সবাই অ.্র কোন স্কুল থেকে এসে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী।

আসন সংখ্যা যেখানে সীমিত সেখানে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সুনামের অধিকারী মুষ্টিমেয় কয়েকটি বেসরকারী স্কুলের কোন কোনটিতে নতুন ছাত্রদের ভর্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষাগত যোগ্যতা যাচাইয়ের সাথে মোটা অঙ্কের ডোনেশনের টাকা নেওয়া হয়। ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরাই সেখানে সুযোগ পায়। এসব ক্ষেত্রে সর্বদাই মেধা যাচাই হয় এমন কথা বলা যায় না। তবে কোন স্কুল প্রকাশ্যে রসিদ দিয়ে ডোনেশন আদায় করে। তাদের যুক্তি অনেকটা গ্রহণযোগ্য। স্কুলটিকে ভালভাবে দাঁড় করানো, তুলনামূলকভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভাল বেতন দানের একটা মানসিকতা ও প্রচেষ্টা রয়েছে।

সকল সরকারী স্কুলেই যে ভাল পড়াশুনা হয় এমন নয়, তবে সাধারণত: বেসরকারী স্কুলের তুলনায় সেখানে নিয়মকানুন একটু কড়া, শৈথিল্য কম। শিক্ষা উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জামও ভাল। সুতরাং ছেলেমেয়েদের সরকারী স্কুলে দেওয়ার ঝোঁকটা বেশী।

সরকারী স্কুলে সীমিত আসন সংখ্যায় তাই পরীক্ষা গ্রহণের বাইরে কিছুটা তদবির প্রয়োজন পড়ে। মেধাবী ছাত্র হলেই তারা ভর্তি করে নিতে পারে না। কারণ আসন সংখ্যার তুলনায় পরীক্ষান্তে দেখা গেল উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেশী। সুতরাং সেখানে চেনা-জানা প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভৃতি পন্থাগুলোও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

বছর বছর এই সমস্যা নিয়ে শিক্ষকরাও যেমন বিব্রত হন অভিভাবকদের মধ্যেও স্বস্তি থাকে না। ডারউইনের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে গেলে বলা যায়, যেন যোগ্যতমের উদবর্তনের একটা দৃশ্য এখানে অভিনীত হচ্ছে। এই যোগ্যতম নির্বাচনের প্রশ্নে মেধা অপেক্ষা চেনা-জানার সূত্র, প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রশ্ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এর চেয়েও ভিন্নতর পন্থাকে যে আশ্রয় করতে হয় না, এমন কথা হলপ করে বলা কঠিন।

রাজধানীতেই মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে এই যে সমস্যা এটা গ্রাম পর্যায়ে নেই। মফস্বলের ছোট ছোট শহরে এখনও সমস্যা এভাবে দেখা দেয়নি। সমস্যাটি মেট্রোপলিটন শহরকেন্দ্রিক হলেও একে উপেক্ষা করা কিংবা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। বহু স্কুলের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা ও অনিয়ম চলছে, তা ছাত্রদের প্রভাবিত করে। যেসব স্কুলে শিক্ষাদানের বাহ্যিক চেহারার আড়ালে চলছে ফাঁকির বহর, সেখানে উঠতিবয়সের ছেলেরা ক্রমেই সামাজিক সমস্যার কারণ হয়ে দেখা দেয়। পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ যায় কমে, হাতে থাকে অঢেল সময়। এদের অপরিপক্ব ও রোমান্টিক মন সহজেই দলীয় রাজনীতি কিংবা পাড়ার দলাদলির ক্ষেত্রে পেশী শক্তির চাহিদা পূরণে এগিয়ে যায়। বয়সোচিত উত্তেজনা ও উন্মাদনায় ভাল-মন্দ বিচার অপেক্ষা সমাজজীবনে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অন্যকে সচেতন করার একটি উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তাদের পেয়ে বসে।

তাই স্কুলে সুষ্ঠু শিক্ষাদান ব্যবস্থার সাথে কিশোর আচরণের একটা সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং শিক্ষাবর্ষ শুরুতে অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের জন্য ভাল স্কুলের সন্ধান করার মধ্য থেকে একটা কথাই বেরিয়ে আসছে রাজধানীর স্কুলগুলোতে সর্বত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ও পরিবেশ উন্নত করলে এই সমস্যার তীব্রতা কমতে পারে। প্রত্যেক অভিভাবকই স্বাভাবিকভাবে চান, তার ছেলেমেয়েরা একটা ভাল স্কুলে পড়াশুনা করুক। উপযুক্ত শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূর করার সহায়ক।

মাধ্যমিক স্তরে মেট্রোপলিটন শহরে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সমস্যা দূর করার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ ও প্রশাসন ব্যবস্থা উন্নত করা এবং অভিভাবক কমিটি যেখানে আছে সেগুলোকে সক্রিয় করা। যেখানে অভিভাবক কমিটি নেই তা গঠন এবং শিক্ষক অভিভাবকদের যুক্ত বৈঠকে আলাপ আলোচনা।

তার চেয়েও বড় কথা বিভিন্ন স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা। বেসরকারী স্কুলে সরকার অনুদান দেন, সরকারী স্কুলের সমস্ত ব্যয়-ভার সরকার বহন করেন। সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য শিক্ষা সমস্যা ও ভর্তি সঙ্কটের অন্যতম মূল কারণ। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকগণকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার না করে, আজকের দুর্মূল্যের বাজারে তাদের সংসার চিন্তামুক্ত রাখার মত উপযুক্ত বেতন দান করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা ক্লাসে ছাত্র পড়ানো অবহেলা করে গৃহ শিক্ষকতা এবং কোচিং ক্লাস নেওয়ার প্রবণতা বাড়বে।

উপযুক্ত শিক্ষাদানের স্বার্থে এই মূল ব্যাধির চিকিৎসা দরকার। কীভাবে এবং কোন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করে এটা সম্ভব তা সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবেন।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা লাভের ভিত দৃঢ় না হলে, পরবর্তীকালে প্রাপ্ত শিক্ষার ক্ষেত্রেও ফাঁকির বাঁকাটা পূর্ণ হবে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড এই আপ্তবাক্য সেমিনারে, সভায় উচ্চারণ করেই জাতির এই ইতিমধ্যে আক্রান্ত মেরুদণ্ডটি নিরাময় সম্ভব নয়-- এ কথাটা উপলব্ধি করার সময় এখনও পার হয়ে যায়নি।